ঃ মরণোত্তর চক্ষুদান ঃ
এক সামাজিক কর্তব্য

বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার পত্রিকা-২০১৫-১৬

'অন্ধজনে দেহো আলো,
মৃতজনে দেহো প্রাণ'

রবীন্দ্রনাথ এক সার্বজনীন অর্থে এই সংগীত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আর্তি ছিল - অন্ধজনে আলো দাও অর্থাৎ অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষের জীবনে জ্ঞানের আলো ফিরিয়ে দাও। কারণ, তখন শারীরিক দিক থেকে অন্ধ কোনও মানুষে জীবনে আলোর সন্ধান দেবার ব্যবস্থা বিজ্ঞানের জানা ছিল না।

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে আজ আমরা শারীরিক দিক থেকে যারা অন্ধকারে নিমজ্জিত, যারা পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ পায় না, তাদের জীবনে আলোয় ভরিয়ে দেওয়ার একটি সু... পেয়েছি। একজন মৃত মানুষের চোখের কর্ণিয়া সংগ্রহ করে ত কর্ণিয়াজনিত দৃষ্টিহীন মানুষের চোখে বিজ্ঞান সম্মত উপা... প্রতিস্থাপিত করলে সেই মানুষ পৃথিবীর আলো দেখতে পায়।

ভারতে কর্ণিয়া জনিত দৃষ্টিহীন মানুষের সংখ্যা আনমানিক ২০ লক্ষ। প্রতিবছর এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লম্বচ্ছেদে অক্ষিগোলকের বিভিন্ন অংশ

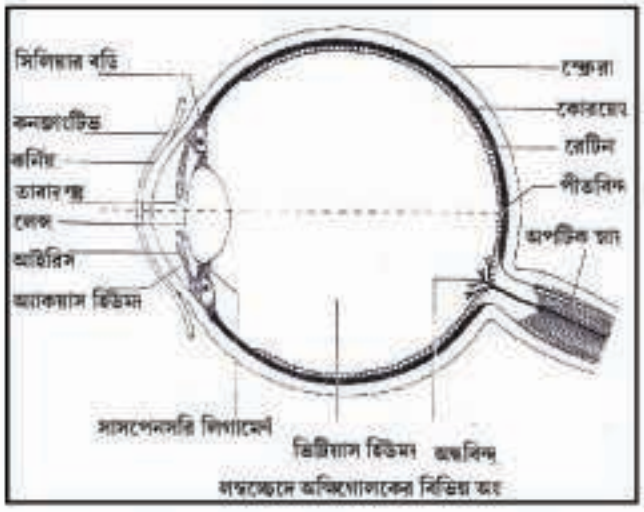

চোখের একেবারে সামনের দিকে ঘড়ির কাঁচের মতো যে স্বচ্ছ পর্দা থাকে, তাকে কর্ণিয়া বলে। এই কর্ণিয়ার ভেতর দিয়ে বাইরের আলো সরাসরি রেটিনাতে পৌঁছয়। আমরা দেখতে পাই। যে সব কারণে কর্ণিয়াজনিত অ...ত্ব হয় তাদের মধ্যে প্রধ... কারণগুলি হল - অপুষ্টিকর খাদ্য (ভিটামিন এ-র অভাব), চোখের আঘাত, চোখের সংক্রমণ, রাসায়নিক আঘাত, জন্মগত ত্রু... অনেকসময় অসফল অপারেশনের পরবর্তী অবস্থা। কর্ণিয়া জনিত অন্ধত্ব দূরীকরণের একমাত্র চিকিৎসা সুস্থ কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন। কর্ণিয়া কেবলমাত্র মৃত্যুর পরেই সংগ্রহ করা হয়। তবে কয়েকটি রোগের কারণে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে সংগৃহীত কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন

করা হয় না। এগুলি হল - এইডস্ বা এইচ-আই-ভি সং... হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, জলাতঙ্ক, সিফিলিস, সর্পাঘাত বিষক্রিয়া, এনকেফেলাইটিস, ক্যানসার, অজানা রোগে মৃতা জাতীয় অসখে।

পৃথিবীতে প্রথম সফলভাবে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন করেছিলেন বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ এডওয়ার্ড কনার্ড জিরম। ১৯০৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর বর্তমান চেক প্রজাতন্ত্রের মোরাভিয়ার ওলোমউক এর একটি আই ক্লিনিকে এই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল। কার্ল ব্রাডিয়া নামে ১১ বছরের এক কিশোর দুচোখে প্রচন্ড আঘাত নিয়ে ড... জিরমের কাছে আসে। ক্ষতটি এতটাই মারাত্মক ছিল যে তখনই চোখদুটি তুলে না ফেললে কিশোরটির প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা ছিল। এব সময়ে আলোইস গ্লোগার নামে ৪৫ বছরের এক রোগী আসে ড. জিরমের কাছে। যার চোখদুটি রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে এসে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে রোগীটি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছে।

ডাঃ এডওয়ার্ড কনার্ড জিরম আর দেরী না করে অস্ত্রোপ্রচার শুরু করেন। দুইজন রোগী। একজনের প্রাণ বাঁচাতে হবে। ও একজনের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে হবে। ডাঃ জিরম ১৯০৫ সালে ডিসেম্বর ১১ বছরের কার্ল ব্রডিয়ারের কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন করলে ৪৫ বছরের আলোইস গ্লোগারের (Alois Glogar)চোখে। বিশ্বে ঘটলো প্রথম সফল কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন। এই ঘটনার স্মারক হিসাবে Eye Clinic in Hospital in Olomouc - এ চেক ভাষায় লেখা আছে - "Dr. Eduard Konrad Zirm has performed the first transplant of the cornea in this building in the world on 7th December, 1905.' ডাঃ জিরম জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৩ সালের ১৮ মার্চ অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়। আর প্রয়াত হন ১৯৪৪ সালের ১৫ মার্চ চেক প্রজাতন্ত্রের ওলোমউক শহরেই।

পৃথিবীর ইতিহাসে ঐতিহাসিক এই ঘটনার স্মরণে ২০১১ সাল থেকে প্রতিবছর ৭ ডিসেম্বর কর্ণিয়া দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে চলেছে এই রাজ্যে। স্বদেশ আই ফাউন্ডেশন আয়োজিত এই উদ্‌যাপন তিনবার হাওড়া শহরে (২০১১, ২০১২, ২০১৪) এবং একবার শ্রীরামপর শহরে (২০১৩) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৩১ সালের ৬মে রাশিয়ান চক্ষু চিকিৎসক ভ্লাদিমি... ফিলাটভ প্রথম একজন মৃত মানুষের কর্ণিয়া সফলভাবে প্রতিস্থাপন করেন। তাঁকেই কেরাটোপ্লাস্টি বা কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের জনক বল হয়।

আমেরিকার প্রখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক আর টাউনলে প্যাটন নিউইয়র্ক শহরে ১৯৪৪ সালে পৃথিবীর প্রথম আই ব্যাঙ্ক তৈরী করেন। ভারতবর্ষে প্রথম আই ব্যাঙ্ক হয় চেন্নাইতে (পূর্বতন মাদ্রাজ) ১৯৪৫ সালে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমেরিকান চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ র... (R.Townley Paton, MD) প্রশিক্ষণ শেষে নিজের প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেন নিউইয়র্ক শহরে। সেখানে তিনি ব... প্রতিস্থাপন সার্জারি শুরু করেন নিজে কর্ণিয়া সংগ্রহ করে। তাঁর কর্ণিয়া সংগ্রহের একটা উৎস ছিল স্থানীয় জেল, যার নাম Sing Sing Prison যেখানে তিনি ভোররাতে আসামির মৃত্যুদন্ডের পর কর্ণিয়া সংগ্রহ করতে

যেতেন। সেই সময় তাঁর মাথায় আসে যে, যদি মৃত্যুর আগে চ... দানের অঙ্গীকার করা যায় তাহলে নিয়মিত কর্ণিয়া সংগ্রহ করা যাবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে Dr Paton ১৯৪৪ সালে নিউইয়র্ক শহরে Eye Bank for Sight Restoration স্থাপন করেন।

ভারতে বর্তমানে চক্ষু সংগ্রহ মূলতঃ দুইভাবে হয়। এক রোগীর মৃত্যুর পর। রোগী যেখানে মারা যায় সাধারণত সেই জায়গা থেকে রোগীর নিকট আত্মীয়র লিখিত সম্মতিতে চক্ষ সংগ্রহ করা হয়। আর একটি উপায় হল HCRP (Hospital Cornea Retrieval Programme) । HCRP তে আই ব্যাঙ্কের সাথে চক্তিবদ্ধ কোন হাসপাতাল কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর আই ব্যাঙ্কের Grief Counsellor মৃত ব্যক্তির পরিবার বর্গের সাথে নিজেরাই যোগাযোগ করে সম্মতি আদায়ে চক্ষু সংগ্রহ করে। তবে কোন ক্ষেত্রেই ব্যক্তির জীবিতকালীন অঙ্গীকার বাধ্যতামলক নয়। জীবিতকালীন অঙ্গীকার এক ধর সচেতনতা মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে সরকারি চক্ষু ব্যাঙ্ক দুটি। কলকাতায়। একটি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের রিজিও... ইনস্টিটিউট অফ অপথ্যালমোলজি (আর.আই.ও)। আর অপর নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের অতুল বল্লভ আই ব্যা... পরিকাঠামোর অভাবে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের আই ব্যাঙ্ক বন্ধ। অন্যদিকে তামিলনাড়ু, গুজরাত, মহারাষ্ট্রের সরকারি চক্ষব্যাঙ্ক যথাক্রমে ২২, ১৯ এবং ৩৯ টি। প্রতিটিই সক্রিয়।

পশ্চিমবঙ্গে মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনের পি... মনোরঞ্জন মজুমদার। (জন্ম - ৯ জানুয়ারী, ১৯২০; মৃত্যু - ১৩ আগষ্ট, ২০০৪)। মূলতঃ এই মানুষটির একক প্রচেষ্টায় ১৯৮০ আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন কর্ণধার প্রয়াত অশোক ক সরকারের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে এই কলকাতা শহরের বকে ইন্টারন্যাশানাল আই ব্যাঙ্ক।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু বেসরকারী পর্যায়ে চক্ষুব্যাঙ্ক কাজ করে চলেছে, এছাড়াও আছে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যাদের কর্মীরা 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' এই অপবাদে চক্ষু সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত। এই সব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সংগৃহীত কর্ণিয়া প্রতিস্থাপিত হয় সরকারী আই ব্যাঙ্কে। যেখানে একজন মৃত ব্যক্তির সংগৃহীত দুটি চোখের কর্ণিয়া দুজন দৃষ্টিহীন মানষের চোখে প্রতিস্থাপিত হয়। যার জন্য কোন খরচ হয়না।

মৃত্যুর পর যত শীঘ্র সম্ভব চক্ষু সংগ্রহকারী সংগঠনকে খবর দিতে হবে। চিকিৎসকের 'ডেথ ডিক্লারেশন সার্টিফিকেট' সংগ্রহ করে রাখতে হবে। মৃত্যুর ৬ ঘন্টার মধ্যে চক্ষু সংগ্রহ করা জরুরী। স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশিকা অনুযায়ী মৃত্যুর একঘন্টা বাদেই ডাক্তারবাব ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারেন।

এই রাজ্যে হুগলী জেলার একমাত্র স্বীকৃত চক্ষু সংগ্রহ সংগঠন শ্রীরামপুর সেবা কেন্দ্র ও চক্ষু ব্যাঙ্ক ১৯৮৫ সাল থেকে মরণোত্তর চক্ষু সংগ্রহে নিরলস আবদান রেখে চলেছে। ২০০৯ থেকে ২০১৪ টানা ছয় বছর এই সংগঠন এই রাজ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসাবে

সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক মরণোত্তর কর্ণিয়া সংগ্রহ করেছে।

২০০৯ - ১৪২টি, ২০১০ - ১৬৬ টি, ২০১১- ২২৮টি,
২০১২ - ৩৬৬ টি, ২০১৩ - ৪২৮টি, ২০১৪ - ৪১৯ টি।

প্রতি বছর সারাদেশে ২৫ আগষ্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় অন্ধত্ব নিবারণ পক্ষ পালন করা হয়। এই পক্ষ চলাকালীন হাওড়া স্বদেশ আই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে একদিন কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে ও একদিন শিবপুর শ্মশানঘাটে সারাদিন ব্যাপী মরণোত্তর চক্ষুদানের এক প্রচার অভিযান চালানো হয়। প্রতিবছরই এই প্রচার চলাকালীন নির্দিষ্ট সময়ের নিরিখে পাওয়া মৃতদেহ থেকে দাহ করার পর্বে চক্ষু সংগ্রহ করার অনন্য নজির আছে।

২০১২-২০১৩ সালে রাজ্যভিত্তিক কর্ণিয়া সংগ্রহের পরিসংখ্যান - তামিলনাড়ু (৭৪৩৪টি) , অন্ধ্রপ্রদেশ(৬৫১৮টি), গুজরাট (৫৬৩১টি), মহারাষ্ট্র (৪৮২৮ টি), কর্ণাটক (৩৬২৫ টি), হরিয়ানা (৩৫৫২টি), দিল্লি (২৯২৬টি), পশ্চিমবঙ্গ(২৭২৬টি), মধ্যপ্রদেশ (১৪৭৪টি), কেরল (১৪১৫টি), রাজস্থান (১৪০৫টি)। অন্যান্য রাজ্য মিলিয়ে মোট সংগৃহীত - ৪৪৮০৩টি।

রাজ্যের চক্ষু সংগ্রহকারী কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

* ইন্টারন্যাশানাল আই ব্যাঙ্ক, কলকাতা - ৯৮৩০৩৩৪৮৬৮
* রামরাজা নবীন সংঘ, হাওড়া- ৯৪৩৩৮৫৭৮৩৫ /৯৪৩১৯৮৭১৭৯
* দুর্গাপুর ব্লাইন্ড রিলিফ সোসাইটি - ৯৭৩২০৬৬১৬৫
* আসানসোল প্রিভেনশন অফ ব্লাইন্ডনেস- ৯৪৩৪২৩৮১৪৪
* মুর্শিদাবাদ আই কেয়ার - ৯৪৭৪৩২২৯৯২
* নেত্রলোক, টাকী - ৯৪৭৪৯৮৭৪৩১/ ৯৪৩৪৮৭২৬৮৬
* বসিরহাট সেবায়ন - ৯৪৩৩২১৫৬৬৩
* শ্রীরামপুর সেবাকেন্দ্র - ৯০৫১১৮৯৩৬১/ ৯৪৩৩০৭৩৫০৭
* আইব্যাঙ্ক, বারাসাত - ৯৪৩৩০০৫৭৬৬
* গুডেন্দু মেমোরিয়াল সেবা - ৯৩৩২২৮৩৩৫৬
প্রতিষ্ঠান আই ডোনেশন সেন্টর - (০৩৪৭২)২২০২৫৫

মরণোত্তর চক্ষু দান আন্দোলনে এখনও অনেকটা পথ হাঁটা বাকি এই আহ্বানে সাড়া দিতে বলি —

যে দিন আমি চলে যাবো
তোমাদের ছেড়ে
দেহ থেকে প্রাণ উধাও হবে
তোমরা বলবে মত
আমি জেনেছি অমৃত তত্ত্ব,
মরণের পরেও জীবনের স্পন্দন,
বেঁচে থাকবো তোমাদের মধ্যে,
তোমাদের দুটি চোখের মণিতে।
তোমরা যাঁরা দৃষ্টিহীন
মতার পর দিয়ে যাবো
আমার দুচোখের মণি,
আমার হাঁটার শেষে
শুরু হবে তোমাদের আলোর যাত্রা ----

— *সীতাংশু কুমার ভাদুড়ী (আজীবন সদস্য)*
আই ব্যাঙ্ক এ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া
9433025795, sitangsukumar@gmail.com

চোখ দানের অঙ্গিকার পত্র (বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য)
Family Eye Pledge Form For Adults

Let Your Eyes change Someone's Life

INSTRUCTIONS

Please fill in Family Pledge Form and sign. Adults with no living relations should include two witnesses. Mail the completed Family Pledge Form to us. In return we will send you a eye donor card stating your pledge. Please carry the wallet card with you at all times.

Note : Please write legibly by using BLOCK LETTERS only. Please give your complete postal address. Illegible handwriting may lead to mistakes in the Eye Donor Card. Eye donor cards are sent free of cost. Duplicate cards will be charged Rs. 25/-. Please allow us atleast 2 weeks for issuing the donor cards. Please do not send pledge forms again.

If you need more pledge forms, please take photocopies of this form.

SUVENDU MEMORIAL SEVA PRATISTHAN EYE DONATION CENTRE
Vill. + P.O. - Gobrapota, Nadia, W. B., Telephone : (03472) 220255 / 220160 / 220450
E_mail : suvendumemorialtrust@yahoo.com
Life Member - Eye Bank Association of India, Hydrabad.

Let Your Eyes change Someone's Life

চোখ দানের অঙ্গিকার পত্র (বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য)
FAMILY EYE PLEDGE FORM FOR ADULTS

আমাদের চক্ষুদান কার্ড টি পাঠান। আমাদের ঠিকানা ঃ Please send us ________ nos. of Eye Donor Cards. Our address is :

যে পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা চক্ষু দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাদের নাম ও স্বাক্ষর। Name, Age and Signature of Adult Family Members who wish to pledge eye for donation as family commitment are given below :

	নাম / Name	বয়স / Age	লিঙ্গ / Sex	স্বাক্ষর / Signature
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

যদি কোন জীবিত আত্মীয় না থাকে তবে কোন প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধবের স্বাক্ষর। To be filled in by two witness (neighbours or friends) if you have no living relatives.

নাম / Name	স্বাক্ষর / Signature

১। কার্ড ভারতীয় ডাক সেবার মাধ্যমে পাঠানো হবে। ২। পাওয়ার জন্য দুই সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। ৩। এই কার্ডটি সাবধানে রাখুন। পরিবর্ত কার্ডের দাম ২৫ টাকা।

1. Cards will be sent by ordinary post. 2. Allow two weeks for delivery. 3. Preserve your card. Duplicate will cost you Rs. 25.00

চক্ষুদান এবং কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে কিছু তথ্য

কর্ণিয়া কি ?

চক্ষুর সামনের দিকে কালো অংশের উপরিভাগে গোলাকৃতি অংশ যা চক্ষুর কালো অংশকে ঘিরে রেখেছে।

কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্ব

যতদিন পর্যন্ত কর্ণিয়া থাকে স্বচ্ছ এবং আলো যাতায়াত করতে পারে ততদিন মানুষ দেখতে পায়। কখনও এই কর্ণিয়া হয়ে যায় অস্বচ্ছ এবং ধোঁয়াশাময় (যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়) এবং এর স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে যায় কোন আঘাতের ফলে, কোন সংক্রমণের ফলে। এই অবস্থাকে বলে কর্ণিয়া জনিত অন্ধত্ব।

কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন কি ;

কর্ণিয়াজনিত কারণে অন্ধ ব্যক্তির অপারেশনের মাধ্যমে কর্ণিয়. সরিয়ে মৃত ব্যক্তির কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন করাকে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন বলে।

কে চক্ষুদাতা হতে পারেন ?

যে কোন বয়সের মানুষ, যারা চশমা ব্যবহার করেন, যাদের মধুমেয় রোগ (সুগার) এবং রক্তচাপ জনিত অসুস্থতা আছে তারাও চক্ষুদান করতে পারেন। কেউ লিখিতভাবে চ.ক্ষুদান না করলেও তা.. ইচ্ছানুসারে অথবা বাড়ীর নিকট আত্মীয়স্বজনরা অনুমতি দিলে চক্ষুর কর্ণিয়া সংগ্রহ সম্ভব।

পুরো চোখটাই কি প্রতিস্থাপনের জন্য লাগে ;

না। কেবল কর্ণিয়া প্রয়োজন। ইদানিং চক্ষুকে অবিকৃত রেখেই কর্ণিয়া সংগ্রহ সম্ভব।

কত তাড়াতাড়ি এই কর্ণিয়া সংগ্রহ প্রয়োজন ;

মৃত্যুর পর ৬ ঘন্টার মধ্যে এই কর্ণিয়া সংগ্রহ সম্ভব।

এইজন্য কি মৃত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় ;

না। আই ডোনেশন সেন্টারের টেকনিসিয়ানরা এই কর্ণিয়া সংগ্রহ করতে পারে। এবং সঙ্গে সঙ্গে গলার শিরা থেকে ৩/৪ মিঃলি.. রক্তও সংগ্রহ করেন। মৃত ব্যক্তির এইচ.আই.ভি. বা সেপটিসোমিয়া বা অন্যকোন সংক্রামক ব্যধির কোন জীবাণ আছে কিনা পরীক্ষার জন্য।

কর্ণিয়া সংগ্রহের জন্য সৎকার কাজে কোন বাঁধা হয় .

না। মাত্র ২০-২৫ মি. এর মধ্যে কর্ণিয়া সংগ্রহ করে নেওয়া হয়.

কর্ণিয়া সংগ্রহের পর কি করা হয় ? এম কে মিডিয়া নামক তরল পদার্থে রাখা হয় এবং এর ফলে কর্ণিয়ার কোন ক্ষতি হয় না। এই ভাবে কর্ণিয়া ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়। ৯৬ ঘন্টা পর্যন্ত রাখা যায়। এম কে মিডিয়া আই ব্যাংকের কাছ থেকে অর্থ দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।

সকল ব্যক্তি কি কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের জন্য উপযুক্ত .

না। যাদের রক্তে জন্ডিস, এইডস, র‍্যাবিস, সিফিলিস, টিটেনাস, সেপটিসোমিয়া ইত্যাদি রোগের জীবাণ পাওয়া যায় সেই কর্ণিয় কাজে লাগে না।

যে সকল কর্ণিয়া রোগের জীবাণ বহনকারী সেই কর্ণিয়ার কি হয় ?

সাধারণত আই ব্যাংকে এই সকল কর্ণিয়া নিয়ে গবেষণা করা হয়।

কর্ণিয়া কাকে দেওয়া হল তা কি দাতাদের পরিবার জানতে পারে ? - না। এসকল তথ্য গোপন থাকে।

মরণোত্তর চক্ষু দান : এক সামাজিক কর্তব্য

বিজ্ঞান অন্বেষক-বর্ষ-১২ সংখ্যা-৪, জুলাই আগস্ট ২০১৫(বিশেষ সংখ্যা)
Bigyan Anneswak- Vol-12, Issue No.4, Jul-Aug, 2015
RNI(New Delhi) No. WBBEN/2003/11192. **Rs. 2/-**

কর্ণিয়া দানের জন্য দানকারীরা কি কোন অর্থমূল্য পাবেন
না। কর্ণিয়া কেনা বেচা সবই বে-আইনি।

মৃত্যুর পূর্বেই কি চক্ষুদান করতে হয় ,
হ্যাঁ। তবে তদসত্ত্বেও নিকট পরিবারবর্গের ভূমিকাই প্রধান। তাদের আপত্তি থাকলে কর্ণিয়া সংগ্রহ অসম্ভব। কিন্তু স্বেচ্ছায় চক্ষুদান এব. আদর্শকে সমর্থন করে। সমাজের কাছে সে বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে পরিচিতি পায় এবং সম্মানিতভাবে দেখা হয়। এই স্বেচ্ছাদানে একটা বিশ্ব. তার পরিবারের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে এ একটা মহৎ কাজ। তবেই অন্যান্যরা উদ্বুদ্ধ হন।

ধর্মীয় মানুষেরা কি চক্ষুদান অনুমোদন করেন ,
হ্যাঁ। সকল ধর্মেই এ দান সম্পর্কে কোন আপত্তি নেই বরং বলা হয় এই দান তাঁর আত্মার শান্তি এনে দেবে।

কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসা সম্ভাবনা কতটা ?
ঠিকঠাকভাবে দাতা, গ্রহীতার শারীরিক অবস্থা মিলে গেলে ১০(জনের মধ্যে ৮৫ থেকে ৯০ জনের দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে।

সম্পূর্ণ চোখ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফেরানো স কি ?
এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ চোখ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফেরানোর পরীক্ষা সফল হয়নি। তবে মনে রাখা দরকার কর্ণিয়ার রোগে অন্ধ মানুষদের ক্ষেত্রে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনই একমাত্র সফল চিকিৎসা পদ্ধতি। আর এরজন্য দরকার মৃত মানুষের কর্ণিয়া ।

মানুষতো রক্তদান করে, কিন্তু চক্ষু দান করে না কেন ,
এখনো এ বিষয়ে সচেতনতার অভাব আছে। অনেকে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন। তাই তাঁদের ধারণা চক্ষু দানের ফলে পরজন্মে অ. হয়ে জন্ম নেবেন। রয়েছে ধর্মীয় কারণ। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনরা চোখ নিতে দেন না। আর একটা কার . অনেকেরই এবিষয়ে ধারণা নেই। চক্ষুদান ব্যাপারটা কি বা দান করা চোখ কি কাজে লাগতে পারে সে সম্পর্কে জানেন না। প্রত্যে.. মানুষেরই ভাবা উচিত, মৃত্যুর পরে এই দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু চোখকে বাঁচানো যেতে পারে চক্ষু দানের মাধ্যমে। আমার চোখ অন্য আরেক জনের সামনে খুলে দিতে পারে আলোর দরজা।

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে ও বিজ্ঞান দরবারের পক্ষে সম্পাদক সুরজিত দাস ৫৮৪ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া, ৭৪৩১৪৫, উঃ২৪ পরগনা কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্বাধীনমার্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, কাঁচরাপাড়া থেকে মুদ্রিত ২৯.০৮.১৫/১০০০০ যোগাযোগ ঃ- চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা বিবর্তন ভট্টাচার্য (৯৩৩২২৮৩৩৩৬), অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি হরিণঘাটা (শুভঙ্কর বিশ্বাস - ৯৭৩২৭২৬৭০৬)।
সম্পাদক শিবপ্রসাদ সরদার
E.mail: bijnandarbar1980@gmail.com. ph.- 9474330092/ 03325876275 / 9433874915 / 9433334380